দেশের অর্থনীতির জন্য কতটা দুশ্চিন্তার

বিশ্লেষণ : ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশেও।

প্রতীক বর্ধন, *ঢাকা*

ইরান ও ইসরায়েলের সামরিক সংঘাতের তীব্রতা বাড়লে বা তা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নিলে বিশ্ব অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনাকল্পনা। অতীতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন যুদ্ধ শুরু হলে কী হবে, স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

ইরানের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রে হামলা হলে কিংবা সমুদ্রপথ 'হরমুজ প্রণালি' বন্ধ হয়ে গেলে তার অভিঘাত শুধু মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানির সরবরাহব্যবস্থায় প্রভাব ফেলবে। তখন বাংলাদেশেও এই অভিঘাত পড়তে পারে।

হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ। এ পথ দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২ কোটি ১০ লাখ ব্যারেল তেল পরিবাহিত হয়, যা বৈশ্বিক জ্বালানি তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ। তাই এ পথ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাতে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বা ২০১৭ সালে সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলার পর দেখা গেছে, এ ধরনের সংকটে তেলের দাম অনেকটাই বেড়ে যায়।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির শঙ্কা

বাংলাদেশ জ্বালানি-আমদানিনির্ভর অর্থনীতির দেশ। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় অংশ গ্যাস ও তেলের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষত এলএনজি ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ যেমন বাড়তে পারে তেমনি শিল্পোৎপাদন, পরিবহন, কৃষি ও খুচরা বাজারেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেটি হলে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বেড়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি করে। এসব দেশের একাধিক কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি আছে। কাতার থেকে এলএনজি আমদানির একমাত্র পথ হরমুজ প্রণালি। জ্বালানি-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হরমুজ প্রণালি ইরান দীর্ঘ মেয়াদে বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশে এলএনজি আমদানির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তাতে গ্যাস সরবরাহে প্রভাব পড়বে। এমনিতেই দেশের শিল্প খাতে গত কয়েক বছরে একাধিকবার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এলএনজি আমদানির ব্যয় বাড়লে তার ভার ব্যবসায়ীদের কাঁধেই বর্তাবে। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে শিল্পোৎপাদনে।

মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব পড়বে কি

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। এখন ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। বেড়ে যাবে দারিদ্র্য। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি বছর দেশের চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

অর্থনীতি এমনিতেই একধরনের স্ট্যাগফ্লেশনে (উচ্চ মূল্যস্ফীতি+নিম্ন প্রবৃদ্ধি) আছে—যেখানে প্রবৃদ্ধি কমে গেলেও মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে। এখন ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে স্ট্যাগফ্লেশনের চাপ বাড়লে অর্থনীতি সংকোচনের ধারায়ও চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। ২০২২ সালে দেশে ডলারের সংকট ও মূল্যস্ফীতিজনিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এর পেছনেও বড় কারণ ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। সেই যুদ্ধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতে এখন ইরান-ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলা। তাই ঘর পোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে শুধু জ্বালানি নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বিঘ্ন ঘটবে। আর এই প্রণালি বন্ধ না হয়ে যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাতেও বিশ্ববাণিজ্য ব্যাহত হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি রপ্তানিনির্ভর। তৈরি পোশাক খাত বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। পণ্য পরিবহনে বিলম্ব হলে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। ফলে ক্রয়াদেশ বাতিলের ঝুঁকি, মূল্যছাড় দিতে বাধ্য হওয়া বা বাজার হারানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

শ্রমবাজার ও প্রবাসী আয়ে প্রভাব কী

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইরান ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে এই অঞ্চলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়তে পারে। এর আগেও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশি শ্রমিকেরা দেশে ফিরে আসার উদাহরণ রয়েছে। তবে আপাতত আশার কথা, ইরান ও ইসরায়েল কোনো দেশেই বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিক খুব একটা নেই। ফলে এই যুদ্ধের কারণে সরাসরি বাংলাদেশি শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কিন্তু এই যুদ্ধে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সমর্থনে এগিয়ে আসছে এবং ইরান মুসলিম দেশগুলোর সহায়তা চাইছে, তাতে এই যুদ্ধের সঙ্গে আঞ্চলিক দেশগুলোও জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেটি হলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কাজের সংকট দেখা দিতে পারে। তাতে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। হরমুজ প্রণালির পাশের দেশ ওমান বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের ষষ্ঠ বৃহত্তম উৎস।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের নির্মাণ খাত, পরিষেবা খাত ও আবাসন খাত স্থবির হয়ে যেতে পারে। ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের হঠাৎ করে কাজ হারানোর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। চলমান যুদ্ধ কিংবা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো নতুন কর্মী নেওয়া বন্ধ করতে পারে বা নিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে।

বিমান পরিবহন

গত শুক্রবার ইসরায়েলের হামলার পরপরই বাণিজ্যিক বিমান চলাচলে এর তাৎক্ষণিক প্রভাব দেখা যায়। ইরানের আকাশ দিয়ে চলা বিমানের সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমে আসে। ইউরোপ থেকে এশিয়াগামী যাত্রীবাহী বিমানগুলো ইরানকে এড়িয়ে দুপাশ দিয়ে উড়ে যায়। অনেক বিমান মাঝ আকাশ থেকেই পথ বদলে ইরানের আকাশ ছেড়ে অন্য করিডর ব্যবহার করেছে।

বিমানগুলোর এই গণহারে পথ পরিবর্তন এবং ইরানের আকাশপথ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা, তাতে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকটি বিমান ইরানের আকাশসীমা ব্যবহার করে। ফলে বাংলাদেশের বিমান চলাচলে খুব একটা প্রভাব পড়বে না বলে জানান বেসামরিক বিমান চলাচল খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

ইরান-ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা এমন সময়ে শুরু হয়েছে, যখন বিশ্ব অর্থনীতি নানা অনিশ্চয়তায় জর্জরিত। সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক সেলিম রায়হান বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎক্ষণিক হবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং সে কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির চাপ। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে; বেড়ে যাবে শিল্পের খরচ। এ ছাড়া বাণিজ্যের ব্যয় বেড়ে যাওয়া, প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের উচিত বিকল্প জ্বালানির উৎস খোঁজা, এলএনজি সরবরাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

প্রথম আলো
18 JUN 2025
CamScanner

The Financial Express

18 JUN 2025

Wahiduddin stresses FTAs for successful LDC graduation

FE REPORT

- Planning adviser also stressed seamless multimodal connectivity among BIMSTEC members
- He expressed confidence in BIMSTEC's potential to become a dynamic organisation
- BIMSTEC was established in 1997 through Bangkok Declaration signing

Planning Adviser Dr Wahiduddin Mahmud has highlighted the need for free-trade agreements (FTAs) among the member-countries of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC).

Addressing a programme marking BIMSTEC's 28th founding anniversary in the capital on Monday evening, he pointed out that Bangladesh needs FTAs with BIMSTEC members as well as other countries for a smooth transition to the post-least-developed-country (LDC) graduation period.

He also stressed seamless multimodal connectivity among BIMSTEC members, saying it is a pre-condition for trade and investment promotion, people-to-people contacts, and energy cooperation, which are facilitators for economic development.

"Bangladesh remains strongly committed to advancing regional economic integration as a lead country in the trade, investment and development sector, including the blue economy," he added.

Reaffirming Bangladesh's commitment to regional cooperation, he expressed confidence in BIMSTEC's potential to become a dynamic and result-oriented organisation that delivers tangible benefits to its people.

BIMSTEC was established on June 6, 1997, through the signing of the Bangkok Declaration.

Fisheries and Livestock Adviser Farida Akhter, secretaries and officials of the government of Bangladesh, ambassadors and high commissioners, heads of international organisations, members of the diplomatic corps, media personnel, representatives of think tanks, and members of the BIMSTEC Secretariat attended Monday's event.

Welcoming the guests, BIMSTEC Secretary General Indra Mani Pandey noted that BIMSTEC, since its inception, has made significant progress in forging regional cooperation in various sectors.

It has succeeded in creating the institutional framework that it needs to function as an efficient and effective regional organisation, he said.

Besides, it has its own charter and well-established core and sectoral mechanisms, including senior officials meetings, ministerial meetings, and summits, he said.

Reflecting on BIMSTEC's 28-year journey, Mr Pandey highlighted the significant outcomes of the 6th BIMSTEC Summit held in Bangkok in April this year.

He said at the summit, BIMSTEC leaders, apart from their comprehensive summit declaration, adopted BIMSTEC Bangkok Vision 2030, providing a roadmap for building a prosperous, resilient, and open BIMSTEC.

They proposed a number of steps to enhance regional cooperation under BIMSTEC, he also said.

In addition to signing and adopting the Agreement on Maritime Transport Cooperation, memoranda of understanding between BIMSTEC and its developmental

I SEE P

partners, the Indian Ocean Rim Association, and the United Nations Office on Drugs and Crime were also inked.

As part of the anniversary celebration, BIMSTEC member states showcased the cultural "unity in diversity" of the Bay of Bengal region by presenting their dance performances, exhibiting artefacts and other unique and symbolic items, and the march past, with the representatives proudly carrying their national flags in a symbolic display of unity and solidarity among member states.

Since September 2014, the BIMSTEC Secretariat located in Dhaka has been committed to supporting the member states to implement the decisions made by the leaders.

At Monday's programme, the organisation's secretary general conveyed that the BIMSTEC Secretariat was immensely grateful to the government of Bangladesh for hosting the Secretariat and providing it with all the necessary support.

He said the BIMSTEC Secretariat was also grateful to the embassies and high commissions of the BIMSTEC member states in Dhaka for their continued cooperation, including the organisation of the reception.

The celebration reaffirmed in a unique way BIMSTEC's growing importance as a regional platform for the realisation of the goals of peace, prosperity, and development in the Bay of Bengal region.

It also reflected the commitment of the member states to the organisation's success.

BIMSTEC comprises seven countries of the Bay of Bengal region – Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand.

It pursues regional cooperation in seven broad sectors – agriculture and food security; connectivity; environment and climate change; people-to-people contact; science, technology and innovation; security; and trade, investment and development.

The cooperation also covers eight sub-sectors – blue economy, mountain economy, energy, disaster management, fisheries and livestock, poverty alleviation, health, and human resource development.

mirmostafiz@yahoo.com

CamScanner

The Financial Express

18 JUN 2025

DCCI urges signing of PTA with Sri Lanka to boost trade

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has underscored the importance of signing a Preferential Trade Agreement (PTA) between Bangladesh and Sri Lanka to enhance bilateral trade and investment.

The chamber observed that Sri Lanka's expertise in maritime economy, deep-sea fishing and port management could play an important role in building Bangladesh's capacity in these key sectors through technical cooperation.

The DCCI made the observation at a business dialogue with the Ceylon Chamber of Commerce held at a hotel in Sri Lanka on Tuesday, as part of a visit by a DCCI business delegation, says a statement.

Sri Lanka's Minister for Industry and Entrepreneurship Development Sunil Handunneththi was present as the chief guest at the event.

DCCI President Taskeen Ahmed said that despite the immense potential of trade and investment between the two SAARC countries, it has not yet reached the desired level, but this potential can be exploited by improving relations between the private sectors of the two countries.

"Sri Lankan entrepreneurs can invest in Bangladesh's logistics infrastructure, tourism, education and health services, construction, renewable energy, agro-processing products and information technology sectors," he added.

DCCI President Taskeen Ahmed speaks at a business dialogue between the visiting delegation of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and the Ceylon Chamber of Commerce at a hotel in Colombo on Tuesday.

The DCCI president urged Sri Lankan businesses to import pharmaceuticals, readymade garments, footwear, electronics and jute products from Bangladesh.

Chairman of Ceylon Chamber Duminda Hulangamuwa said Bangladesh is one of the closest friends of Sri Lanka for many years.

"Although the trade figures between these two friendly SAARC countries do not reflect the real strength of both-way trade, it is high time we move it further," he added.

Terming Bangladeshi people 'pro-business' and the private sector 'very resilient', he said that Sri Lanka will always stay alongside Bangladesh.

He expressed the hope that both Sri Lankan and Bangladeshi companies will work together to keep the economies stronger in this region.

He invited Bangladeshi investors to invest in Sri Lanka's various potential sectors such as logistics and tourism sector.

He also said, "The potential of bilateral trade is still untapped. Textile, pharmaceuticals, ship-building and digital services are some of the potential sectors for both the investors of Bangladesh and Sri Lanka."

"We are equally committed to supporting our local entrepreneurs and businesses in exploring opportunities in Bangladesh and we invite your enterprises to consider our nation as a gateway to a diversified market especially in our opening up new economic policies," he added.

At present, he said, Sri Lanka is free from corruption and the government is inviting foreign investment giving various facilities.

"They also aimed to enhance their trade facilitation framework, improve logistic connectivity, harmonise standard and reduce non-tariff barriers," he added.

He also underscored the importance of chamber-to-chamber relations.

The industry leaders and policymakers must promote regional cooperation through direct business-to-business cross-border initiatives, he added.

Former DCCI president Rizwan Rahman presented the keynote paper on the investment potential of Bangladesh at the event.

He said that Bangladesh's young, skilled workforce and Special Economic Zones have created significant potential for foreign investors.

He emphasised the need to sign Free Trade Agreements (FTAs) at the earliest to expand trade and investment between the two countries.

High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka Andalib Elias, High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh Dharmapala Weerakkody and President of Sri Lanka-Bangladesh Business Council Dr. Asanka Ratnayake also spoke on the occasion.

Andalib Elias said Sri Lanka is also progressing rapidly like Bangladesh.

Bangladeshi business people are very enthusiastic and they are keen to collaborate with their Sri Lankan counterparts to elevate the economy into new heights, he pointed out.

Meanwhile, at least 200 business-to-business match-making meetings (b2b) were held between DCCI delegation members and Sri Lankan counterparts.

During this time, the entrepreneurs from both countries got the opportunity to exchange their business and investment information and ideas which will play an effective role in expanding bilateral trade in future.

A Memorandum of Understanding (MoU) was also signed between Dhaka Chamber and the Ceylon Chamber of Commerce with an aim to expand bilateral trade and investment as well as to strengthen relations between the private sector representatives of both countries.

DCCI President Taskeen Ahmed and Ceylon Chamber President Duminda Hulangamuwa signed the MoU.

CamScanner